সমকাল

তারিখ 30 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

ইউনিসেফের নিবন্ধ

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও নাজুক

■ সমকাল ডেস্ক

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি ঘটলেও শিক্ষাঙ্গন থেকে ঝরে পড়ার (ড্রপআউট) হার উদ্বেগজনক। দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা কারণে প্রাথমিক স্তরেই অনেক শিক্ষার্থীর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার এই নাজুক চিত্র উঠে এসেছে ইউনিসেফের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক নিবন্ধে।

'ইন বাংলাদেশ, লার্নিং হোয়াই চিলড্রেন স্টপ লার্নিং' শিরোনামে এই নিবন্ধে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ তুলে ধরা হয়েছে। নিবন্ধের শুরুতেই ১২ বছরের শিশু জীবনের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে। ঢাকায় একটি মাছের বাজারে কাজ করে জীবন। তারা মা কাজ করেন গার্মেন্টে। দারিদ্র্যের কারণেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার পর স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে জীবন। তার ভাষায়- আমার বাবা নেই। মা কাজ করেন। তবে তিনি যে আয় করেন তা দিয়ে আমার শিক্ষা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। আমি স্কুলে যেতে চাই। কিন্তু অভাবের কারণেই তা সম্ভব নয়।

নিবন্ধে বলা হয়- শুধু জীবন নয়, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার কোটি কোটি শিশুর ভাগ্য একই রকম। এতে বলা হয়, ইউনিসেফ এবং ইউনেস্কো সম্প্রতি যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে সে অনুযায়ী বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার প্রাথমিক স্তরে পড়ার উপযোগী এক কোটি ৭০ লাখ এবং নিম্নমাধ্যমিক স্তরে পড়ার উপযোগী ৯৯ লাখ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে। বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুর সংখ্যায় বিবেচনায় বিশ্বের অঞ্চলগুলোর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া দ্বিতীয়। আর শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি।

তবে দক্ষিণ এশিয়ায় সরকারগুলো শিশু শিক্ষার হার বাড়াতে বিকল্প পথও বেছে নিচ্ছে। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ব্র্যাকসহ বেসরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করছে। ব্র্যাকের স্কুলে বিনা বেতনে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। ঢাকার করাইল বস্তির বাসিন্দা ১০ বছরের শিশু মিথিলা ব্র্যাকের স্কুলে পড়ে। তার ভাষায়- পড়াশোনা করলে জীবনে সাফল্য আসবে। আমি ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে চাই। আমার মতো বঞ্চিত শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে চাই। এদিকে বিশ্বে শিশুদের অধিকার রক্ষায় চুক্তি কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড স্বাক্ষরের ২৫ বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে এ বছর। এ উপলক্ষে ইউনিসেফ আজ একটি ম্যাগাজিন বের করবে। এতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের শিশুদের সম্পর্কে নানা তথ্য থাকবে।